তারিখ ... 01 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 2 ...

সংবাদ

শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শনিবার দুপুর ১২টা

চার শিক্ষকের তিন জনই অনুপস্থিত

প্রতিনিধি, জামালগঞ্জ

জামালগঞ্জের প্রত্যন্ত হাওর পাড়ের গ্রাম ফেনারবাক ইউনিয়নের শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে সকাল থেকেই শিক্ষক না থাকায় কোমলমতি ছেলে মেয়েরা ক্লাস না করেই বাড়ি ফিরে গেছে। সকালে একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ক্লাসরুমগুলো খুলে দিয়ে হাজিরা খাতায় সই করে তিনিও বিদ্যালয় ত্যাগ করেন অসুস্থ্যতার কারনে। অন্য আরেকজন ম্যাডাম তার ছেলের স্কুলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় গিয়েছেন বলেছেন প্রধান শিক্ষককের কাছে ছুটির আবেদন করে গেছেন আর প্রধান শিক্ষক বলেছেন আমার কাছে কেউ আবেদন করে যাননি, আমি নিজেই স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য আজ বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি।

গত শনিবার ১২টার দিকে শান্তি পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, জাতীয় পতাকা উড়ছে। ভবনের বারান্দায় ছাত্রছাত্রীরা চেঁচামেচি করছে, কেউ কেউ বরান্দায় বসে আছে, কেউ কেউ বই খাতা নিয়ে বারান্দায় বসে পড়ছে। অনেকেই বই খাতা নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। বারান্দায় থাকা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া সুলতানা ও সাইফুল জানান, আজকে খালি সাহেরা ম্যাডাম আইছইন, আর কোন ম্যাডাম স্যার, হেড স্যারও কেউই আইজকা আইছইন না।

শান্তিপুরের একাধিক অভিভাবক জানান, শান্তিপুরে আর আগের মত শান্তি নাই, এর লাগি আমরার ইস্কুল মাস্টাররাও নাই। নিজের চোখে দেখে যান বিদ্যালয়টার অবস্থা, ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জন শিক্ষকও বিদ্যালয়ে নাই, মা পারি কইতে, না পারি সইতে ভাই। তারা আরও জানান, হেড স্যার আমরার গ্রামের তাইন আইন না দেইখা অন্যরা স্যার আর ম্যাডামরা টিক মতন ইস্কুল আইন না, ক্লাসও ঠিক মতো অয়না, পোলাপাইনের ক্ষতি অইতাছে। এরকমভাবে গ্রামের অনেকেই জানালেন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কথা। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির অনেক সময় পর দেখা মিললো, সহকারী শিক্ষিকা সাহেরা খাতুনের তিনি জানান, আমি অসুস্থ তাই ওষুধ খাওয়ার জন্য, বাড়ি গিয়েছিলাম, সকাল থেকে একাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাসগুলো নিয়েছি, এখন ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণীর ক্লাসগুলো এক সাথে করে নিব।

পাকনার হাওর পাড়ে শান্তিপুরে ১৯৭২ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্টা করা হয়, সদ্য শান্তিপুর বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৩৪ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪৪ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ২০ জন, আর পঞ্চম শ্রেণীতে ১৫ শিক্ষার্থী আছে। গেল বছর শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসিতে ১০ জন পরিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৯ জন কৃতকার্য হয়েছে।

শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মাকসুদা আজাদ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান জানিয়ে বলেন, উপজেলা সদরে আমার ছেলের চাইল্ড কেয়ার কিন্ডারগার্টেনে আজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছিল এই জন্য আমি বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি। শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাহিদ হোসেন জানান, আমি পারিবারিক কাজে জামালগঞ্জে আছি, আমার স্ত্রী অসুস্থ তাই বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি।

ক্লাস্টারের দায়িত্বে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, একাধিকবার এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন কেটে রাখা হয়েছিল মাকসুদা আজাদ কেন বিদ্যালয়ে নেয়, তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জামালগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া জানান, শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কেন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত অবশ্যই তাদেরকে কারণ দর্শাতে হবে ও তাদের কাছে জবাব চাওয়া হবে। অনুপস্থিত সকল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।